ভোরের কাগজ

তারিখ ... 10 MAY 2003 ...

বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের কাজ প্রায় শেষ পর্যা

বদরুদ্দীন উমর

আক্রান্ত ইরাক

ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমলে এখনকার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যা কিছু ইতিবাচক উপাদান ছিল তাকে খতম করার কাজ বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একেবারে প্রথম থেকে শুরু হয়ে এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এই কাজটি কোনো বাইরের শক্তির নয়। এটা করেছে মুক্তিযুদ্ধের ধারক-বাহক এবং জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ইত্যাদির ধ্বজাধারী বাংলাদেশের নবগঠিত শাসকশ্রেণী। এই শাসকশ্রেণীর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্র যৌথভাবেই এই ধ্বংস প্রক্রিয়া নিয়মিতভাবে জারি রেখেছে। বস্তুতপক্ষে শিক্ষা ব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়েই এ দেশের শাসকশ্রেণীর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং অংশ এখন তাণ্ডব নৃত্য করছে। স্বাধীনতা যেখানে একটি জাতির জন্য আশীর্বাদস্বরূপ সেখানে বাংলাদেশে এদের কারণেই তা হয়ে দাঁড়িয়েছে এক বিরাট অভিশাপের মতো।

ভারতের মাটিতে বসে ভারতীয় সরকারের সহায়তায় ও তাদের বিধিনিষেধ ও নির্দেশ তামিল করে যে রাজনৈতিক দলটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল এবং একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরের পর ক্ষমতাসীন হয়েছিল সেই আওয়ামী লীগ দলের চরিত্রের দুটি দিক সর্বাংশে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই দুই দিকই বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রা শাসন করার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা রেখেছে। দলটির এই চরিত্রই বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীর চরিত্র গঠন করেছে এবং সেই হিসেবে এদের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের চরিত্রও এর দ্বারাই নির্ধারিত হয়েছে। এ কারণে বাহ্যত আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, এরশাদের জাতীয় পার্টি ইত্যাদি শাসকশ্রেণীর প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে বাহ্যত যতই শত্রুতা থাক দল হিসেবে এদের প্রত্যেকের মৌলিক চরিত্র অভিন্ন।

বাংলাদেশের প্রথম ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের চরিত্রের যে দুটি দিকের কথা এখানে বলা হয়েছে তার প্রথমটি হলো, উৎপাদনের সঙ্গে এদের সম্পর্কহীনতা। খোদ উৎপাদক কৃষক-শ্রমিকদের মধ্যে এদের বড় রকম সমর্থন থাকলেও এর নেতৃত্বের ও কর্মী দলের স্বার্থের সঙ্গে কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থের কোনো যোগ ছিল না। এরা তাদের ভাঁওতা দেওয়ার জন্য অনেক কথা বললেও বস্তুত কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব এরা করত না। বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই সেটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং উৎপাদনের উচ্চতম শিখরগুলো যারা নিয়ন্ত্রণ করত তাদের কোনো অবস্থান আওয়ামী লীগের মধ্যে ছিল না। তারা ছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার এবং বড় পুঁজির সঙ্গে গাঁটছড়ায় বাঁধা। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ফড়িয়া ব্যবসায়ী, পাটের দালাল, রীমার দালাল, উকিল-মোক্তার, স্কুল শিক্ষক, ছোট ব্যবসায়ী ও দোকানদার, বেকার যুবক ইত্যাদি অনুৎপাদনশীল লোকজনই নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মী হিসেবে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করত। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকার ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব বর্তায় এদেরই ওপর।

এই শ্রেণীর লোকদের সাংস্কৃতিক মান যে সাধারণভাবে উঁচু হবে না, উপরন্তু বেশ নিচের দিকেই থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। এটিই আওয়ামী লীগের চরিত্রের দ্বিতীয় দিক। কোনো রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব ও কর্মীদের নিম্ন সাংস্কৃতিক মান বেশ বিপজ্জনক ব্যাপার, বিশেষত সে দল যদি সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার মতো শক্তিশালী থাকে এবং বস্তুত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতও হয়। প্রথম থেকেই বাংলাদেশে অর্থনীতি থেকে নিয়ে রাজনীতি, প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন শৃঙ্খলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে সংকট দেখা গেছে এবং দিন দিন বেশি মারাত্মক আকার ধারণ করছে তার সঙ্গে আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক নিম্ন মান এর সম্পর্ক খুব গভীর এবং অবিচ্ছেদ্য। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক আধিপত্য ও তাদের দ্বারা রাষ্ট্র ও সরকার-পরিচালনার কারণে বাংলাদেশের সমস্ত শাসকশ্রেণীর চরিত্রই আওয়ামী লীগের আদলে গঠিত হয়েছে। কাজেই ১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগের পতনের পর থেকে এ পর্যন্ত যতগুলো ...তায় এসেছে তারা ছিটেফোঁটা এদিক-ওদিক ব্যতিত আওয়ামী লীগের মতোই কাজ করেছে এবং এখনো করছে। তা ছাড়া দেশে সামগ্রিক পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতি হতে থাকার কারণে পূর্ববর্তী সরকারের থেকে পরবর্তী সরকারের আচরণ সব সময়ে দাঁড়াচ্ছে আরো নিকৃষ্ট।

বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হতে থাকার বিষয়টি যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে যাতে বোঝা সহজ হয় এ কারণেই শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনার আগে এ ভূমিকার প্রয়োজন হলো।

৭-৫-২০০৩ তারিখের ডেইলি স্টার পত্রিকায় বাংলাদেশ প্রাথমিক স্কুল পাঠ্য পুস্তক সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। তবু বিষয়টির দিকে তাকালে এ দেশের পরিস্থিতি সর্বনাশের কোন প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা দেখা যাবে।

স্কুল পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনের জন্য একটি কমিটি আছে। এই কমিটিকে এমনভাবে দলীয়করণ করা হয়েছে, যাতে এর অধিকাংশ সদস্যের দলীয় পরিচয় যাই হোক, এরা এই ধরনের একটি কমিটিতে থাকার সম্পূর্ণ অযোগ্য। শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে এদের চিন্তা-ভাবনার কোনো যোগ নেই। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন কমিটির সদস্য হিসেবে সকল প্রকার দুর্নীতিই হলো এদের মুখ্য কাজ। এই দুর্নীতির বিবরণই উপরোক্ত পত্রিকার রিপোর্টে পাওয়া গেল।

বাঙালি জাতি লুণ্ঠনকারী হিসেবে কোন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তা পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বেপরোয়া দুর্নীতির মধ্যেই দেখা যায়

রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রদের জন্য জিয়াউর রহমানের ওপর ১৪টি এবং জিয়াউর রহমানের বিধবা স্ত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ওপর চারটি পুস্তক উপরোক্ত কমিটির দ্বারা নির্বাচিত হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। আলোচ্য রিপোর্টটিতে আরো বলা হয়েছে যে, এর ঠিক আগে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার সময় পাবলিক লাইব্রেরিগুলোর জন্য নির্বাচন করেছিল শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর ৩৪টি বই এবং তৎকালে আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রী ও শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনার ওপর সাতটি বই। এসব বইয়ের প্রত্যেকটির লেখকই হচ্ছে লেখক নামের অযোগ্য আজেবাজে লোক এবং বিএনপি বা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী অথবা টাউট ট্যাভেল। এদের লুটপাটের পরিধি বিস্তৃত হতে হতে স্কুল পাঠ্যপুস্তকসহ সাধারণভাবে গ্রন্থ জগৎকেও আক্রান্ত করেছে।

প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্ররা অথবা যেকোনো লোক উপরোক্ত ব্যক্তিদের জীবনী বা কীর্তিকলাপ পড়ে যে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিকভাবে একবিন্দুও লাভবান হবে, তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হবে, অথবা কোনোভাবে তাদের চিত্তের বিকাশ ঘটবে—এমন সম্ভাবনার কথা চিন্তা করাও যায় না। উপরন্তু এই ধরনের বইগুলোতে মিথ্যা ও বিকৃত রুচির মুখোমুখি হয়ে ছাত্রদের মধ্যে প্রথম থেকেই কুশিক্ষা ও রুচি-বিকৃতির এক প্রক্রিয়া শুরু হয়। যেহেতু এসব অনেক আগেই শুরু হয়েছে, কাজেই এই প্রক্রিয়ার প্রভাব বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের এক সুবিশাল অংশকে ইতিমধ্যেই সংস্কৃতি এ শিক্ষাগতভাবে পঙ্গু করে দিয়েছে।

আলোচ্য রিপোর্টটিতে জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার ওপর নির্বাচিত কতকগুলো বইয়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো—ছোটদের শহীদ জিয়া, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, ছোটদের প্রিয় জিয়া, সবার প্রিয় শহীদ জিয়া, ছোটদের জিয়া, ছোটদের জিয়াউর রহমান : জীবন কর্ম রাজনীতি। জিয়া ছোটদের ভালবাসার বংশীবাদক, তোমার আমার জিয়াউর রহমান, হৃদয় জুড়ে একটি নাম জিয়াউর রহমান, ছোটদের বেগম খালেদা জিয়া, ছোটদের বন্ধু বেগম খালেদা জিয়া, প্রিয় দেশনেত্রী খালেদা জিয়া ইত্যাদি।

বুদ্ধিমানদের জন্য বইগুলোর নামই যথেষ্ট। এর আগে পাবলিক লাইব্রেরির বই নির্বাচনের জন্য গঠিত এক কমিটি জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার ওপর ৫২টি বই নির্বাচন করেছে। এই ধরনের রাশি রাশি বই যেগুলো মুদ্রিত আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনো উল্লেখযোগ্য লেখক ও প্রকৃত শিক্ষিত লোকের দ্বারাই লিখিত হয়নি। এগুলো লিখিত হয়েছে বিএনপির নেতা-কর্মী, তাদের স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের দ্বারা।

বাংলার বিপুল সাহিত্য সম্পদ থেকে হাতেগোনা দুচারটি বই ছাড়া বাকি সব বই বর্জন করে এই পাঠ্যপুস্তক তালিকা যারা তৈরি করেছে তারা সাধারণ লুটপাটকারীদের থেকে সমগ্র জাতির যে হাজার গুণ বেশি ক্ষতি করছে এবং জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলে এ দেশকে শুধু যে বিশ্বের দরিদ্রতম দেশে পরিণত করছে তাই নয়, এ দেশের মানুষের সাধারণ সাংস্কৃতিক মানকেও দরিদ্রতম করেছে। বাংলাদেশে যে দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য এখন ব্যাপক আকারে দেখা যাচ্ছে সেটা যে এই ক্রিমিনাল কাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন এটা মনে করার কারণ নেই।

কিন্তু প্রাথমিক স্কুল পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রেই এদের এই ক্রিমিনাল তৎপরতা সীমাবদ্ধ নেই। ৮-৫-২০০৩ তারিখের ডেইলি স্টার পত্রিকায় এ সম্পর্কে অন্য একটি রিপোর্টে মাধ্যমিক পর্যায়েও এই একই ব্যাপারের এক বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, মাধ্যমিক স্কুল ছাত্রদের জন্য ২০টি বই নির্বাচন করা হয়েছে, যার জন্য সরকারি ব্যয় হবে সাড়ে ৯ লাখ টাকা। এগুলোর মধ্যে ১৭টি জিয়াউর রহমান এবং তিনটি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ওপর। এই বইগুলোর লেখকদের মধ্যে আছেন এক মন্ত্রী, বিএনপি দলীয় কয়েকজন সংসদ সদস্য, কয়েকজন আমলা, পুস্তক নির্বাচন কমিটির কয়েকজন সদস্য এবং তাদের স্ত্রী ও বন্ধুবান্ধব।

এগুলো ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ২০০ বই নির্বাচন করা হয়েছে মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ের উন্নয়নের জন্য একটি প্রজেক্টের অধীনে। এ বইগুলো ৩১৭টি সরকারি এবং ২০০০ বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলে বিতরণ করা হবে এবং এর জন্য সরকার বইগুলো ৬৩ হাজার কপি করে কিনবে।

এসব বইয়ের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ছাড়া বাকি সবই খুব নতুন এবং অপরিচিত লেখকের লেখা। এই নতুন এবং অপরিচিত লেখকদের সবাই বিএনপির লোক, তাদের সমর্থক অথবা শ্যালক, ভগ্নিপতি বা অন্য কোনো আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব। লুণ্ঠন প্রক্রিয়াকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্র পর্যন্ত দীর্ঘদিন ধরে সম্প্রসারিত করে বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী ...ক্ষতি সাধন করেছে তার ক্রি... লুটপাটকারীদের ক্রিমিনাল চরিত্র বেশি বিপজ্জনক।

মাধ্যমিক স্কুলের জন্য জিয়া... ১৭টি বই নির্বাচন করা হয়েছে তা... রহমানের নির্বাচিত বক্তৃতা, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি। এ ছাড়া ... জিয়ার প্রেস সেক্রেটারি মারুফ কা... বাংলাদেশের মূলধারা। এখানে উ... আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার সম... শেখ হাসিনার প্রেস সেক্রেটারির ... কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিল। এবার ... রাজনৈতিক ও আদর্শগত দর্শন না... সাবেক উপাচার্য এমাজউদ্দিন ... অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই বই পড়ে ... রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে সাধার... সেটা এক মস্ত চিন্তার বিষয়।

জিয়াউর রহমানের ওপর লে... মধ্যে একটি হলো মুক্তিযোদ্ধা ... রহমান। বইটির দাম ৪ হাজার ... সম্পাদিত হয়েছে একজন কার্টুনি... ছবি ও কিছু দলিলপত্র নামে কথিত ... নেই। এই বই এক হাজার কপি ... হবে অন্তত ৬ লাখ। আরো বেশি ... সেই অনুপাতে বেশি এবং এই ... থেকে অনেক বেশি হবে সেটা ব...

পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন কমিটি ... তাদের কাছে যেসব বই প্রকাশ... থেকেই যথাসাধ্য সুবিবেচনার ... বইগুলো নির্বাচন করেছেন। এই ... সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। কার... জন্য টেন্ডার নোটিশ দেওয়া... প্রকাশকরা সরকারের কাছে নি... বইয়ের পূর্ণ তালিকা দেননি, এটা... প্রমাণের জন্য কোনো যুক্তির প্রয়ো...

আসলে বাংলাদেশের প্রকাশ... কমিটির কাছে ৮ হাজারের বেশি ... বই দিয়েছিলেন। সেগুলোকে কেন্দ্রে... দুর্নীতিবাজ নির্বাচন কমিটি জিয়া... জিয়া, বিএনপির মুক্তিযুদ্ধ এবং অন্য... লোকদের লেখা আবর্জনাতুল্য ... করেছে। এগুলোর পূর্ণ তালিকা এ... তার প্রয়োজনও নেই। এগুলোই ... স্কুলের ছাত্রদের কাছে যাবে।

প্রত্যেক বছরই সরকারি ও ... বিতরণের জন্য সরকার কোটি ... করে। আওয়ামী লীগ আমলে আ... নেত্রীদের ওপর লেখা বই অথবা ... তাদের দলভুক্ত লোকদের বই ... কদাচিত নির্বাচিত হতো। বিএনপি ... একই ব্যাপার হচ্ছে। বাংলাদে... লুণ্ঠনজীবী হিসেবে কোন পর্যায়ে এ... পাঠ্যপুস্তক নিয়ে এরা যে বেপরোয়া ... মধ্যেই দেখা যায়। ফলাফলের দি... নিকৃষ্ট দুর্নীতি আর নেই, যদিও অন্য... সম্পদ লুণ্ঠন করে দেশের অর্থনীতি ... সংকটের মধ্যে আটকে রেখেছে। ... জীবনের দুর্দশা ইতিমধ্যে এসে ... পর্যায়ে।

পাঠ্য পুস্তক, পাঠ্যক্রম ও পাঠা... বাংলাদেশের প্রত্যেকটি সরকার এবং ... সরকার, যে চরম দুর্নীতি করছে তার ... জড়িত। এ চক্রান্তটি হলো দেশের ... সাধারণভাবে দেশের লোকের শিক্ষা ... মানকে এদের নিজেদের শিক্ষাগত ... পর্যায়ে নামিয়ে রাখা। কিছুতেই তা ... দেওয়া। এর থেকে সর্বনাশা ব্যা... জীবনে আর কী হতে পারে?

এই সর্বনাশের হাত থেকে দেশ... কি এই শাসক শ্রেণীর পরিপূর্ণ উচ্ছেদ ...

৮ মে, ২০০৩

বদরুদ্দীন উমর : কেন্দ্রীয় সমন্বয়... বিপ্লবী জোট।